দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...15 FEB 2008...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

লাইব্রেরী জ্ঞানার্জনের প্রধান ও অন্যতম প্রতিষ্ঠান। তথ্য জানার অধিকার মানুষের রয়েছে। এই অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৯৫৮ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি। ১৯৭৮ সালে এটি বর্তমান শাহবাগ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮৪ সালে এটিকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর নামে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর অধীনে সারাদেশে ৬৮টি সরকারি গণগ্রন্থাগার রয়েছে।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি উক্ত ৬৮টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের একটি।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির পাঠক সেবা :
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে মোট ৪টি পাঠকক্ষ রয়েছে। (১) সাধারণ পাঠকক্ষ- এখানে আসন সংখ্যা রয়েছে ২১৬। (২) বিজ্ঞান পাঠকক্ষ- আসন সংখ্যা ২১৬ (৩) রেফারেন্স পাঠকক্ষ- যেখানে আসন সংখ্যা রয়েছে ৬০। (৪) শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ- আসন সংখ্যা ৮০।

এসব পাঠকক্ষে পাঠকের গড় উপস্থিতি ২২৫৮ জন।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা : বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে পাঠকক্ষ ছাড়াও একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম রয়েছে- আসন সংখ্যা ৫২৫। এছাড়া রয়েছে সেমিনার হল ও ক্যান্টিন। বর্তমানে লাইব্রেরিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ১,৬১,৪৩৮ খানা। প্রত্যেক দিন ৩১টি জাতীয় বাংলা দৈনিক এবং ১০টি ইংরেজী দৈনিকসহ ২৫টি দেশীয় এবং ৪টি বিদেশী ম্যাগাজিন/সাময়িকী রাখা হয়।

জাতীয় পদক ও পুরস্কার : জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর

বর্তমানে এ পুরস্কারের আর্থিক মান ১ লাখ টাকা।

যে সময় পাঠকরা সেবা পেয়ে থাকে : সাপ্তাহিক ও সরকারী অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি খোলা থাকে। বিজ্ঞান ও রেফারেন্স পাঠকক্ষ (৩য় তলা), সকাল ৮.০০ থেকে রাত ৮.০০। সাধারণ পাঠকক্ষ (২য় তলা), সকাল ৮.০০ থেকে রাত ৮.০০। শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ, সকাল ৯.০০ থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।

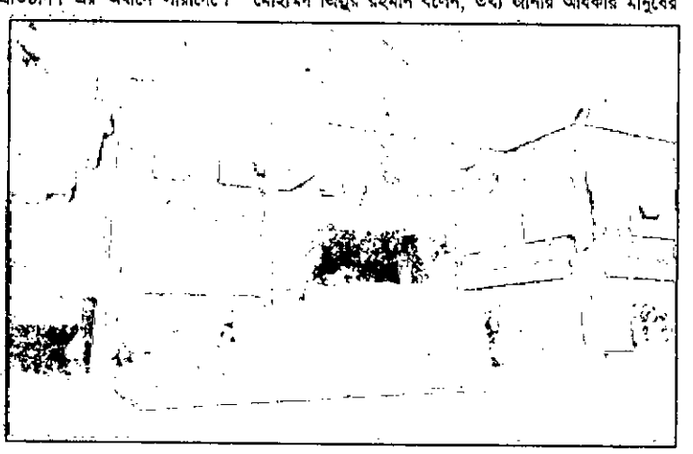

কর্তৃপক্ষের মন্তব্য : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান বলেন, তথ্য জানার অধিকার মানুষের ৬ষ্ঠ মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত হতে যাচ্ছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ৬৮টি শাখার মাধ্যমে জনগণের তথ্যসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সদা সচেষ্ট।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন 'বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি' সর্বস্তরের জনগণের সেবায় নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কিছু অসাধু পাঠক তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বই চুরি, বইয়ের পৃষ্ঠা কাটাসহ নানা ধরনের অনিয়ম সংঘটিত করে থাকে। তাছাড়া পাঠকদেরও অভিযোগ আছে যে, তারা বিদ্যমান সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখানকার স্টাফদের জবাবদিহিতার মানসিকতা কম। এজন্য তারা তাদের দায়িত্বে অবহেলা করে থাকে। পাঠক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার জন্য গন্থাগার আইন সময়ের